পাঠক ফোরাম

হরতাল চাই না

হরতাল শব্দটি গুজরাটি। সেই হরতালের অর্থ ছিল প্রতিবাদ -স্বরূপ হঠাৎ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা বা বন্ধ থাকা। সেই হরতাল আজ আমাদের জীবনে অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সেই হরতাল আজ রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান হাতিয়ার। একদল ক্ষমতায় গেলে আরেক দল পাগল হয়ে যায় ক্ষমতার লিপ্সায়। আর সেই ক্ষমতার জন্য ব্যবহার হয় হরতাল নামের ঐ অস্ত্র । ঐ অস্ত্রের কবলে দেশের কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়। জীবন দিতে হয় বেবিচালক ও রিকশাচালককে। ধ্বংস হয় কোটি টাকার সম্পদ। শিক্ষা জীবন থেকে পিছিয়ে যায় ছাত্ররা। গোটা জাতি মানসিক অশান্তি নিয়ে, জীবন হাতের তালুতে নিয়ে বের হয় বাড়ি থেকে। সেই জীবন সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরবে, না লাশ হয়ে বাড়িতে ফিরবে কে জানে।

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু
কলেজপাড়া, গাইবান্ধা

দ্বৈত শাসন

পত্রিকায় দেখলাম বিরোধী দলের হরতালের সময় অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে থাকা বিএনপি'র অস্ত্রধারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সেজন্য পুলিশকে বাহবা জানাতে হয়। আমাদের প্রশ্ন হলো বিএনপি'র সন্ত্রাসী বলে কি পুলিশ তাকে ধরতে সমর্থ হয়েছে নাকি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী আইনের চোখে অপরাধী বলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তাহলে মালিবাগে ১৩ ফেব্রুয়ারির হরতালের সময় সরকারি দলের সাংসদের পাশে যেসব অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ছিল তাদেরকে কেন এখনো পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনারা তো প্রতিদিনই বলেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলছে, তাহলে সরকারি দলের ক্যাডারদের বেলায় এক আইন আর বিরোধী দলের ক্যাডারদের বেলায় অন্য আইন হবে কেন?

ইকবাল পাশা
উদ্ভিদ বিদ্যা বি., চট্টগ্রাম কলেজ

আমার আছে জাল

কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশের খালগুলো আজ ক্রমেই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা। কেননা খাল ভরাট হওয়ায় সেচ ব্যবস্থা সমস্যাসংকুল হয়ে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে খালগুলো শুকিয়ে যায়। ফলে সময়মতো সেচের ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বর্ষার ঢলে যখন খালভর্তি পানি আসে তখন তা উপচে গিয়ে কৃষি জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেক সময় এতে আবাদি জমি ভাঙনের মুখোমুখি হয়। তাই খালগুলো খনন করা আশু প্রয়োজন। বাংলাদেশের খালগুলো জালের মতো দেশব্যাপী বিস্তৃত। এগুলো খননের উদ্যোগ নিলে কৃষি ব্যবস্থা নতুন প্রাণ ফিরে পাবে।

আরিফ চৌধুরী
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

চোরের কোন দল নেই

সম্প্রতি রাজবাড়ী বিএনপি'র জনসভায় এসে মানিব্যাগ খোয়ালেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত লে. জে. মীর শওকত আলী। ওই সভাতে ২০/২৫ জন নেতার পকেটমার হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জাতীয়তাবাদী পকেটমারও আছে। তা না হলে মঞ্চে বসা নেতাদের পকেট মারা এতই সোজা! অবশ্যই পকেটমারকে একটি ধন্যবাদ দিতে হয়। কারণ রাজনীতির পকেট যারা অহরহ মারছেন তাদের না হয় একদিন পকেট মারলেনই পেশাজীবী পকেটমাররা। না কি রাজনীতির বক্তব্যের মত এটিও ভাওতাবাজি! অবশ্য সেক্টর কমান্ডার নিজেই বললেন, এ কোন দেশে এলাম যেখানে পকেটমাররা মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারকে চেনে না।

সুলতানা শিখা
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের রাজনীতির খবর দেখতে দেখতে আমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি। এখন আমাদের তারুণ্য বা যৌবনের অফুরন্ত শক্তির উৎস থেকে সাহস হয় না লক্ষ্য স্থির করে চলা। অধ্যাপক সাঈদ স্যারের 'আলোকিত মানুষ' হতে চাই। তারুণ্য মানেই অফুরন্ত সম্ভাবনা। আমাদের নেতা-নেত্রীরা ব্যস্ত ক্ষমতা নিয়ে। কিন্তু কই যারা আমাদের এতো ভালোবাসেন তারা? তারা তো আমাদের সামনে এমন কোনো দৃষ্টান্ত রাখছেন না যার বদৌলতে আমরা বলতে পারি আলোকিত মানুষ হব! সত্যিই যদি তারা আমাদের এতো ভালোবেসে থাকেন তাহলে রাজনৈতিক সংঘাত এড়িয়ে চলে আসুন আমাদের জন্য, জনগণের জন্য।

মোঃ রাশেদুজ্জামান (জুয়েল), ময়মনসিংহ-২২০০

ম্যাজিক বুলেট!

সম্প্রতি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে গবেষণার ফল পেয়েছেন পাঁচ বাঙালি। ক্যান্সার নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে।
অধ্যাপক মনোজ কর, স্বপ্না ঘোষ, শুভঙ্কর রায় এবং শান্তজিৎ দত্ত। নতুন আবিষ্কৃত ক্যান্সার-বিরোধী যৌগটি অত্যন্ত কার্যকর। অতীতের 'রে' পদ্ধতিও নাকি ম্লান হয়েছে এই নব আবিষ্কারের কাছে। জনৈক অধ্যাপক এ ওষুধের নাম দিয়েছেন ম্যাজিক বুলেট! এতে উনিশ জন রোগীর ১৬ জনই সুফল পেয়েছেন। উল্লিখিত ওষুধটির সাফল্যের মাত্রা ৭০ শতাংশ।
'৭ কোটি বাঙালীর হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।' এই আপ্তবাক্যটির কী দশা হবে আগামীতে, তাই ভাবছি। বাঙালির সম্মিলিত হাত বিশ্বজনীন হতে খুব কী দেরি হবে? আমার ধারণা, একটু সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ পেলেই 'সংকর' প্রজাতির মানুষেরা একদিন জয় করবে পৃথিবীর আনাচ-কানাচ।

মিশুক আহমেদ
আরামবাগ, ঢাকা

ঢাকায় লোডশেডিং

নানা সমস্যায় জর্জরিত পুরনো ঢাকা। আমরা যারা পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর থানার শ্যামবাজার, ফরাশগঞ্জ, বাংলাবাজার, লক্ষীবাজার, ঋষিকেশ দাস রোডের অধিবাসী সবাই লোডশেডিং-এর

শিকার। এই এলাকাগুলো শুধু ঘনবসতির জন্যই নয়, নানা ধরনের ছেট ছোট কারখানাসহ বিভিন্ন প্রকারের দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যও উল্লেখযোগ্য। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত নয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এখন এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ফলে এখানকার অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থানীয়ভাবে অভিযোগ করেও এই সমস্যার কোনো সুরাহা মেলেনি। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে এ এলাকার শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

শওকত হোসেন লিটু, মুক্ত সাংবাদিক,
ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা-১১০০

সিসামুক্ত বাতাস

কিছুদিন পূর্বে প্রায় প্রতিটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার বাতাসের সিসার পরিমাণ পৃথিবীর যে কোনো বৃহৎ শহরের তুলনায় অনেক বেশি। ১ কোটি লোকের নগরী এই ঢাকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা তো নেই-ই তার ওপর নগরের প্রধান পার্ক দুটির অনেক গাছই কেটে ফেলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ঢাকার যানবাহনে সিসা মিশ্রিত পেট্রোলের ব্যবহারই বিপজ্জনক সিসা দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ এবং কমপক্ষে ৯০ শতাংশ সিসা দূষণ এ কারণেই ঘটছে। দেশে ব্যবহৃত পেট্রোল সিসার পরিমাণ প্রতি লিটারে ০.৫ গ্রাম। অথচ দেশে সিসামুক্ত পেট্রোল আমদানির ওপর কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তার অধিকাংশই রয়ে গেছে কাগজে কলমে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল হুসাম গবেষণায় দেখেছেন যে, ট্যাক্সি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টোলুইন রয়েছে।

সালেক খোকন
ঢাকা-১২০৬

ট্রাফিক সার্জনের 'টোকেন'

মাঝে মধ্যে পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, ট্রাফিকেরা 'টোকেন' দিয়ে কোটি কোটি টাকার চাঁদা সংগ্রহ করে। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছি ট্রাফিক সার্জনদের 'টোকেন' বিনিময়। ওদের নির্লিপ্ততা দেখলে সচেতন যে কোনো মানুষ মনে করবে, প্রশাসন ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। চট্টগ্রাম টাউনের যে কোনো মোড়ে ২/৪ মিনিট অপেক্ষা করে ওদের লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এ কর্মটি। ২০০/৩০০ টাকার নগদ বিনিময়ে এক মাস মেয়াদের একটি 'টোকেন' গাড়ির ড্রাইভারদের দিচ্ছে। আপনার গাড়ির সমস্ত ডকুমেন্ট ঠিক আছে। তবু আপনাকে বাধ্য করা হবে এবং হচ্ছে। ট্রাফিক সার্জনের ভাষায় বলতে হয়, আপনার গাড়ির জন্য ওদের একটি 'টোকেন' নেবেন তাহলে B.R.T.A তে গিয়ে কষ্ট করতে হবে না। গাড়ির কোনো ধরনের ডকুমেন্ট প্রয়োজন নেই।

ডি.এ. চৌ
চট্টগ্রাম

প্রসঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা

সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ওঁৎ পেতে থাকেন কখন কার ভুল ধরবেন। এতে যার ভুল হচ্ছে তার শুধরে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিজয় দিবস সংখ্যায় 'এ কি দেশদ্রোহিতা নয়?' শীর্ষক আমার একটি লেখার প্রতিবাদ করেছিলেন একজন এক্স নটর-ডেমিয়ান। তার প্রতিবাদের ভিত্তি খুবই আবেগতাড়িত ও বাস্তবতা-বিবর্জিত। এ ব্যাপারে কলেজ থেকেও আমাকে কোনোরূপ ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ অভিযোগটা সত্যি। অপর একজন জনৈক ওয়াজিদ সাদ ফারুক প্রতিবাদ করলেন 'মাদ্রাসা শিক্ষা' শীর্ষক লেখার একটা অংশের। জনাব ফারুক ফতোয়াবাজির পক্ষে আরও কিছু বলবার থাকলে জনকণ্ঠের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক নতুবা ইনকিলাবের সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যারা আমাকে সমর্থন জানান, ধন্যবাদ দেন এবং ভুল ধরিয়ে দেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন।

Prince (SH-P)

ডাক বিভাগ

বাংলাদেশের ডাক বিভাগকে একটি চোর সংস্থা বললে কোনো রকম ভুল হবে না। কারণ বিদেশ থেকে কোনো পার্সেল গেলে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না জানি প্যাকেটটির ভেতর কি আছে! ইস একটু খুলে দেখি তো! আজ থেকে দু' মাস আগে জাপান খোগিও ইউ-নিভার্সিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেপার্স ছোট ভাইয়ের নামে পাঠিয়েছি EMS করে। সেটা এখন পর্যন্ত লাপাত্তা। পৃথিবীর মধ্যে এমন উল্টো দেশ আর নেই। পেপার্সগুলো সময়মতো না পাওয়াতে এখানে অ্যাডমিশনের তারিখ শেষ হয়ে গেছে। এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে যেসব টাকা এখানে জমা দিয়েছি তা সব গেছে গোল্লায়।

T.A Don
Tokyo, Japan

'টাইম নাই'

দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি সাপ্তাহিক ২০০০-এর দেশ বিদেশের বেশ কিছু পাঠক তাদের মতামত জানাচ্ছেন 'এ সপ্তাহের সিনেমা' বিভাগটি নিয়ে। সবারই মত হচ্ছে এ বিভাগটি পত্রিকায় ছাপানোর বিপক্ষে। ৩য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যায় এ বিভাগটি দেখে নিজেও কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলাম। দুটি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির পরিচিতি দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটির নাম 'টাইম নাই'। হলিউডের কোনো ছবির নাম যদি হয় 'No Time' অথবা 'Time is Running' তাহলে দর্শকের আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের জনজীবনে হরহামেশা ব্যবহৃত 'টাইম নাই' এই সাধারণ কথাটি যখন একটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম হয় তখন একটু খটকা লাগে বৈকি। শুধুমাত্র ছায়াছবির পাত্র-পাত্রীর পরিচয় ও নির্জলা সংক্ষিপ্ত কাহিনী পরিবেশন না করে একটু In depth সমালোচনা করুন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিন অসঙ্গতিগুলো।

আসিফ হেসেন
পোর্ট ক্ল্যাং, মালয়েশিয়া

মধ্যবিত্ত কোথায়

বসুন্ধরার একটি বিজ্ঞাপন। 'এবারের উপহার উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সবার। একটি আবাসিক প্লটের জন্য মাত্র ২৫,০০০ টাকা বুকিং। বাকি টাকা কাঠা প্রতি ন্যূনতম ৭,০০০ টাকার ৫০টি সুদমুক্ত কিস্তিতে পরিশোধের বিশেষ এবং সর্বশেষ সুযোগ।' বিজ্ঞাপন অনুসারে কেউ যদি ন্যূনতম ২.৫ কাঠার একটি প্লটও নিতে চায় তবে তাকে ৪ বছর ২ মাস যাবৎ প্রতিমাসে কিস্তি দিতে হবে ন্যূনতম ৭,০০০২.৫ = ১৭,৫০০ টাকা। এখন কথা হলো, প্রতিমাসে এই ১৭,৫০০ টাকা কিস্তি দেয়ার মতো মধ্যবিত্ত বাংলাদেশে কোথায়?

আবুল হাসেম
ত্রিপলি, লিবিয়া

আমাদের মুক্তি

সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪৯ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'নেত্রীর তিন ঘন্টা সময় হবে কি' প্রতিবেদনটি পড়ে নিজের অজান্তেই কখন চোখ ভিজে উঠেছে বুঝতে পারিনি। প্রতিটি হরতালেই এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং এর প্রতিটিরই পেছনে থাকে এমনই মর্মস্পর্শী ঘটনা। কিন্তু প্রতিটি ঘটনা প্রচ্ছদে স্থান পায় না বলে তার ভয়াবহতা আমাদের অগোচরেই থেকে যায়। কিন্তু এই যে ঘটনা এবং ব্যক্তিগত দুঃখবোধ এর বাইরে আমাদের আর কি করার আছে? ক্ষমতালোভীরা এ অঘটন ঘটার পরও আবার মাতবে নতুন কোনো অঘটনের সন্ধানে, নতুন কোনা লাশের সন্ধানে আর আমরা অপেক্ষা করব এরকম মানুষরূপী ক্ষমতালোভী হায়েনাদের নতুন কোনো শিকার অথবা আরো একজন শিরিনের স্বপ্ন ভাঙার গল্পের করুন কাহিনীর। কিন্তু আমরা কি এ চক্র হতে বের হতে পারব না? হে প্রভু আমাদের মুক্তি দাও।

এ. কে. এম. সাইফুল ইসলাম, C/o মার্কেটিং বিভাগ (২য় বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ : ওভারব্রিজ

ঢাকা শহরের 'যানজট', 'সেশনজট' এবং 'জলজট' এ শব্দগুলো এখন প্রতিষ্ঠিত। নগরবাসী উল্লিখিত তিনটি সমস্যায় দীর্ঘকাল ভুগছেন। আমার আজকের প্রসঙ্গ যানজট। বিগত ৩০ বছরে ঢাকা শহরের পরিধি যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে নগরীতে জনসংখ্যা। অফিসমুখী মানুষের ভোগান্তির অন্ত নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা শহরের ওভারব্রিজগুলো বসানো হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে নেই! এই যেমন বাংলামোটর। কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ থেকে ফার্মগেট যাওয়ার চৌরাস্তায় একটা ওভারব্রিজ খুবই দরকার। কিন্তু নেই! মাঝে মাঝে দেখা যায় লোকজন চলন্ত গাড়ির সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে। এতে যে কোনো সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর অনুরোধ, উল্লিখিত চৌরাস্তার মোড়ে অবিলম্বে একটা ওভারব্রিজ নির্মাণ করুন।

মিশুক আহমেদ, আরামবাগ, ঢাকা